Released 28-11-1936

পপুলার পিক্‌চার্সের

নবতম বাণীচিত্র

— শরৎচন্দ্রের —

পণ্ডিত মশাই

সংগঠনকারী

কথা ও কাহিনী	...	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা	...	সতু সেন
গীতিকার	...	শৈলেন রায় প্রণব রায়
সুরশিল্পী	...	কমল দাশগুপ্ত
ঐ সহকারী	...	সন্তোষ দে
প্রধান শব্দ-যন্ত্রী	...	মধু শীল এম্, এস্, সি
শব্দ-শিল্পী	...	জগদীশ বসু
ঐ সহকারী	...	সমর বসু
আলোক-চিত্র-শিল্পী	...	সুরেশ দাস
ঐ সহকারী	...	বিভূতি লাহা
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	...	ননী চট্টোপাধ্যায় শৈলেন গোপাল গাঙ্গুলী
পট-শিল্পী	...	পরেশ বসু
সম্পাদক	...	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী পরিচালক	...	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ম্মল তালুকদার
ব্যবস্থাপক	...	জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	...	বিধু, ভানু, দেবীতোষ
প্রযোজক	...	সুধীর দাস

কালী ফিল্ম্স্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

— পরিবেশক —

রীতেন এণ্ড কোং

৬৮- নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বি নান, ১৬-এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা (পাবলিসিটি এজেন্ট) কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

অভিনেতৃ পরিচিতি

বৃন্দাবন	...	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কুঞ্জ	..	রবি রায়
ঘোষাল মশাই	...	তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
তারিণী মুখুয্যে	...	যোগেশ চৌধুরী
গোপাল ডাক্তার	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
নিধু খুড়ো	...	প্রফুল্ল দাস
কেশব	...	নৃপেন চক্রবর্ত্তী
গোবর্দ্ধন	...	চৈতন রায়
উদ্ধব	...	মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
বৈরাগীদ্বয়	...	{ গিরীন চক্রবর্ত্তী ভবানী দাস
চরণ	...	সাগরিকা
কুসুম	...	শান্তি গুপ্তা (রাধা ফিল্মসের সৌজন্যে)
বৃন্দাবনের মাতা	...	প্রভা
ব্রজেশ্বরী	...	রেণুকা ঘোষ
ব্রজেশ্বরীর মাতা	...	রাজলক্ষ্মী
তারিণীর স্ত্রী	...	সুশীলা
গ্রামের পিসীমা	...	প্রকাশমণি
মনোরমা	...	উমাতারা
তারিণীর মেয়ে	...	রাণীবালা
পিসীমা	...	গিরিবালা

প্রযোজক—সুধীর দাস

বাণী-চিত্রে
"আমার দেশ"

গীতিকার—শৈলেন রায়

ও আমার সোনার বাংলারে
তোমায় মোরা প্রণাম করি, প্রণাম করি।
ধুলায় তোমার মোদের স্বর্গ গড়ি
তোমায় মোরা প্রণাম করি॥
মা তোর গোলায় গোলায় ধান
ও তোর গলায় গলায় গান
তুমি শ্যামল শোভায় নয়ন দিলে ভরি
তোমায় মোরা প্রণাম করি॥

মা তোর রাখাল মাতে বৈকালিতে বংশী
বটের তলে
ও তোর সাপ্‌লা কমল ফোটে বিলের জলে।
ও তোর বাঁকা নদীর কুটিল পথে পথে
কোমল ছায়া টানি
গাঁয়ের বধু জল্‌কে হেসে চলে॥
ও তোর সুখের গেহে আছেন ভগবান
তাঁরি পূজায় তুলসী মূলে জ্বালি মোদের প্রাণ
হেথায় মায়ের চুমায় শিশুর মুখে
হাসিতে যায় ভরি
তোমায় মোরা প্রণাম করি॥

গিরীন চক্রবর্ত্তী, দেবেন বিশ্বাস
আঙ্গুরবালা (কালো)

ব্রজেশ্বরী—রেণুকা ঘোষ

পণ্ডিত মশাই

(গল্পাংশ)

কুসুম যখন মাত্র পাঁচ বৎসরের—তখন বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাসের পুত্র বৃন্দাবনের সহিত তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরেই তাহার বিধবা মায়ের দুর্নাম রটে এবং তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পুত্রের বিবাহ দেয়।

কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিল—সেও রাগ করিয়া কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কন্ঠিবদল ক্রিয়া সম্পন্ন করে—কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই কুসুম বিধবা হইল। তারপর—

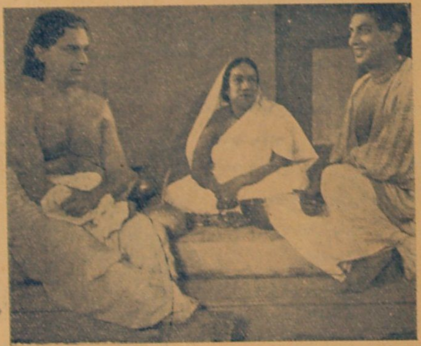

বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রীও গত—সে এখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যুবক—সকালে গৃহকর্ম্ম, বিষয় আশয় দেখা ও দুপুরবেলা স্বপ্রতিষ্ঠিত পাঠশালে দুঃখী কৃষক পুত্রদিগের অধ্যাপনা—ইহাই তাহার একমাত্র কর্ম্ম। আর—

কুসুম এখন ষোল বৎসরের যুবতী—দুঃখী ভাই কুঞ্জনাথের সংসারের সমস্ত ভার তাহার মাথার উপর। কুঞ্জনাথ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে—পাঁচ

সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া যাহা পায়, দিনান্তে সেই পয়সাগুলি বোন্‌টির হাতে ফেলিয়া দিয়াই সে খালাস।

বৃন্দাবনের বিধবা জননী পুনরায় বিবাহের জন্য বৃন্দাবনকে পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু সে তাহার শিশুপুত্র চরণকে দেখাইয়া বলিত—"যে জন্যে বিয়ে করা, তা আমাদের আছে;—আর আবশ্যক নেই মা"। মা কান্নাকাটি করিতেন সে শুনিত না।

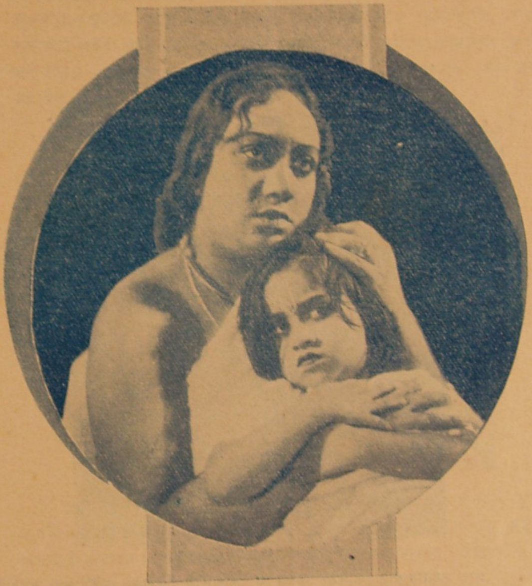

তারপর হঠাৎ একদিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ীর সুমুখেই কুসুমকে নদী হইতে স্নান করিয়া কলস-কক্ষে ফিরিতে দেখিল। এ গ্রামের সব বাড়ীই সে চিনিত, সুতরাং কুসুমকে চিনিতে তাহার কোন বিলম্ব হইল না।

বাড়ী ফিরিয়া বৃন্দাবন মায়ের নিকট সব কথাই প্রকাশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে যে কুসুমকে পুনরায় গ্রহণ করিতে চাহে তাহাও বলিল, কিন্তু সতী-

সাধ্বী স্বর্গগত স্বামীর কার্য্যের অন্যথা করিতে চাহিলেন না। অভিমান ভরে বৃন্দাবন তাহার মাতাকে তাহাকে বিবাহের জন্য আর পীড়াপীড়ি করিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর—

একদিন সকালে ফিরি করিতে করিতে কুঞ্জনাথ বাড়লে গিয়া উপস্থিত—পথে বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা। স্বজাতি কুটুম্বকে বাড়ীতে মহাসমারোহে লইয়া গিয়া বৃন্দাবন খাতির যত্ন যথেষ্ট ত করিলই—উপরন্তু কথাচ্ছলে কুঞ্জনাথের বাড়ীতে পরদিনই নিজের, মায়ের ও চরণের নিমন্ত্রণ আদায় করিয়া লইল।

গৃহে সন্ধ্যার পর ফিরিয়া কুঞ্জনাথ ভগিনীর নিকট সেই সব কাহিনী ব্যক্ত করিতেই কুসুম বিরক্ত হইয়া উঠিল। যাহারা তার মায়ের নামে কলঙ্ক তুলিয়াছিল, তাহাদের সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না। কুঞ্জনাথ ঘোরতর প্রতিবাদ করিল—ভগিনীকে বুঝাইতে চাহিল যে উহা বদ্‌লোকের কাজ—বৃন্দাবনদের কোন দোষ নাই।

কুসুম তখন অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল—"যাও ওসব আমার সুমুখে

তুলনা। বাড়লের উনি আমার কেউ নয়; আমার স্বামী মরেছে—আমি বিধবা"।

নিরীহ কুঞ্জনাথ আর কথা কহিতে পারে না—সে চাহিয়াছিল তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে সুখী দেখিয়া নিজে সুখী হয়—কিন্তু বিধি বুঝি বাদ সাধিলেন। পরদিন প্রাতে—

বৃন্দাবন প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে—কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রিকার ব্যাপারে কুঞ্জনাথ কুসুমকে তাহা বলিতে সাহস করে নাই—সে তাড়াতাড়ি তাহার পণ্যদ্রব্য লইয়া বাহির হইতেছে এমন সময় কুসুম আসিয়া জানাইল যে ঘরে সব বাড়ন্ত—সে যেন বাজার-হাট করিয়া শীঘ্রই ফিরে। কুঞ্জনাথ কোন জবাব না দিয়া চলিয়া গেল।

স্নানান্তে তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া উঠিতেই কুসুম দেখিল—সুমুখে একটী বালকের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এক প্রৌঢ়া বিধবা নারী—পশ্চাতে বৃন্দাবন। চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না—মাথায় আঁচল টানিয়া সে শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিল এবং ঘরের মধ্যে লইয়া গেল

এদিকে কুঞ্জনাথ গৃহে নাই—তার উপর যখন কুসুম শুনিল যে সেই তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে—তখন ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যম্ভাবী অপমানের আশঙ্কায় সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। ভাঁড়ারে সব জিনিস "বাড়ন্ত"—এ জানিয়াও তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ অগ্রজ অকস্মাৎ একি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল!—

রান্নাঘরের বারান্দায় মিনিট পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া—কুসুমের দৃষ্টি পড়িল বৃন্দাবনের উপরে—উপায় নাই—আজ তাহাকে তাহার কাছে হাত পাতিতেই হইবে—নইলে মান-সম্ভ্রম সব যে যায়।

বৃন্দাবন নিকটে আসিতেই কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের মত দীন দুঃখীকে জব্দ ক'রে তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরী বাড়বে ?"

বৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না—এই নালিশের কি জবাব দিবে। পরে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কুসুমকে বলিল—

"আমি মুদির হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটা গামছা দাও—একেবারে স্নান ক'রে ফির্ব। মা জিজ্ঞেস্ কর্‌লে বল, আমি নাইতে গেছি"।—

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিবার সময় বৃন্দাবনের জননী এক জোড়া সোণার বালা কুসুমের হাতে পরাইয়া দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিয়া গেলেন যেন কুঞ্জনাথ একবার তাহার সহিত দেখা করে।

রাত্রি একপ্রহরের সময় বৃন্দাবনের জননী বাটীস্থ বিগ্রহ গৌরনিতাইয়ের সম্মুখে বসিয়া জপ করিতেছিলেন—এমন সময় বৃন্দাবন আসিয়া উপস্থিত। মাতাপুত্রে সেই দিনকার ঘটনা আলোচনা করিতে করিতে স্থির করিল যে কুঞ্জনাথকে সংসারী করিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে পরদিনই নলডাঙ্গায় গিয়া বৃন্দাবনের মাতা গোকুল বৈরাগীর মেয়ে ব্রজেশ্বরীর সহিত সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিলেন।

কুঞ্জনাথের বিবাহ-সম্পর্কে মাতাপুত্রের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় কুঞ্জনাথ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। বৃন্দাবন পরিহাস করিতে লাগিল—কুঞ্জনাথের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই—সে হারাণ জিনিষ ফিরাইয়া দিয়া বাহবা পাইবার আনন্দে নাচিতেছে।

কিন্তু যখন সে শুনিল যে বৃন্দাবনের মাতার কিছুই হারায় নাই—তখন সে আস্তে আস্তে বালা জোড়াটী বাহির করিল—

বালা জোড়াটী চোখে পড়িতেই বৃন্দাবন ভীত হইয়া মায়ের দিকে

চাহিল—দেখিল সে মুখ শবের মত পাণ্ডুর। চক্ষের নিমিষে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল—"মা, এ তোমার হাতের বালা,—সাধ্য কি মা যে, সে পরে ?"

কুঞ্জনাথ ফিরিতেই কুসুম সব শুনিল—শাশুড়ীর জন্য তাহার দুঃখ হইল বটে—কিন্তু স্বামীর উক্তি শুনিয়া দুঃখের স্থানে ক্রোধ আসিল।

রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া একদিন ভাই ভগিনীতে খুব খানিকটা ঝগড়া হইল—কুঞ্জনাথ না খাইয়াই ধামা লইয়া বাহির হইয়া গেল—আর কুসুম

দাদার অভুক্ত ভাতের থালার পাশে আঁচল বিছাইয়া পাতিয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল—এমন সময় বাহিরে—ও কার গলা—

"জল খাব বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

কুসুম উঠিয়া বসিল, কিন্তু জবাব দিতে পারিল না—।

বাহিরে দাঁড়াইয়া বৃন্দাবন ও চরণ—কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া ফিরিতেই, কুসুম ছুটিয়া আসিয়া চরণকে বুকে তুলিয়া লইল, তারপর—

বক্ষের সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া তাহাকে স্নান করাইল, খাওয়াইল এবং নারী-হৃদয়ের একটী আকাঙ্ক্ষা—একটী কামনা—

"মা"—

এই ডাকটী তাহার মুখ হইতে শুনিল—স্বামী যে অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া গেল তাহাতে তাহার তত বেশী দুঃখ হইল না,—কারণ সে যে আজ—"মা"

কয়েকদিন পরে—

কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে—সে এখন বেশীর ভাগ শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে—শ্বাশুড়ী বিধবা—একটী ঐ মেয়ে—কে তাহাদের দেখিবে, বিষয়-আশয় কে রক্ষা করিবে।

সংসার প্রায় অচল—কুসুম আর উপায় না দেখিয়া বৃন্দাবনকে চিঠিতে সব জানাইল। বৃন্দাবন আসিল না—আসিল চরণ—সে যে "মা"কে বেশী ভালবাসে—

"বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি, চরণ?"

"হাঁ, দেব।"

"তোর বাবা যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে আশ্রয় দিবি ত?"

"হাঁ, দেব।"

কুসুম তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

বৃন্দাবন একদিন আসিল চরণকে লইতে—কুসুমও যাইতে চাহিল—বৃন্দাবন তাহাকে চরণের হাত ধরিয়া মায়ের কাছে যাইতে বলিল—কুসুম রাজী হইল না—।

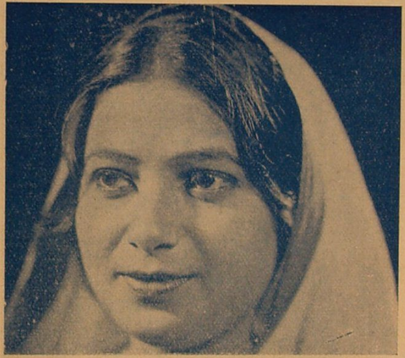

একদিন কুঞ্জনাথের শ্বাশুড়ী আসিয়া জামাইকে লইয়া গেলেন—দুইটী সংসার পাতিয়া পয়সা নষ্ট করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না—চরণও চলিয়া গেল—রহিল কুসুম একা—সে খুব ভাল সূচের কাজ করিতে পারিত এবং যে পারিশ্রমিক পাইত তাহাতেই তাহার দিন কোন রকমে চলিয়া যাইত।

বাড়লে কলেরা দেখা দিয়াছে—বৃন্দাবন মহামারীর ভয়ে বড় আশা করিয়া চরণকে কুসুমের কাছে রাখিতে ছুটিল, কিন্তু অভিমানভরে কুসুম তাহাকে প্রত্যাখান করিল। ক্ষোভে, দুঃখে, গৃহে ফিরিয়া, বৃন্দাবন পুত্রকে গৃহ-দেবতা গৌর নিতাইয়েরই পায়ে সমর্পণ করিল।

দেখিতে দেখিতে কলেরার প্রকোপ ভীষণ আকার ধারণ করিলে—

বৃন্দাবন ভয় পাইয়া মাকে অন্যত্র লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু "ঠাকুর ঘর" ছাড়িতে তিনি রাজী হইলেন না।

কুসুম এখন কুঞ্জনাথের শ্বশুর বাড়ীতে একরকম দাসী রূপেই রহিয়াছে। কুসুমের শাশুড়ী তাহাকে নির্যাতন করিতে চাহিতেন, কিন্তু কন্যা ব্রজেশ্বরীর জন্য পারিয়া উঠিতেন না।

ব্রজেশ্বরী মুখরা—কিন্তু কি জানি, সে কুসুমকে বড় ভাল বাসিত এবং ননদের জন্য মায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়াও করিত—কুসুমের জন্য কুঞ্জনাথেরও দুঃখ হইত—কিন্তু শাশুড়ীর ভয়ে সে কিছু বলিতে সাহস করিত না।

এদিকে বৃন্দাবনের অবসর নাই—সারাদিন ধরিয়া রোগীদিগের পরিচর্যা

করে, পুষ্করিণী পাহারা দেয়—কিন্তু এর পরিবর্তে সে লাভ করিল—গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ তারিণী মুখুয্যের অভিসম্পাত—

"নির্বংশ হ"—

কারণ সে তাহার মেয়েকে পুকুরে ময়লা কাপড় কাচিতে দেয় নাই।

অবশেষে একদিন বৃন্দাবনের জননীও নিত্যধামে চলিয়া গেলেন—এবং অল্পদিন পরে সেই কালব্যাধি চরণকে আক্রমণ করিল। গ্রামে একমাত্র গোপাল ডাক্তার—সে, আবার তারিণী মুখুয্যের ভাগিনা—। বৃন্দাবন তাহার কাছে ছুটিয়া গেল—পা জড়াইয়া ধরিয়া কাতর ভাবে কাঁদিতে লাগিল—কিন্তু গোপাল ডাক্তার নিষ্ঠুরভাবে অপমান করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

নন্দাডাঙ্গায় চরণের অসুখের সংবাদ পৌঁছাইতেই—কুসুম কাহাকেও না বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল—বাড়লের উদ্দেশ্যে। স্বামীর আমন্ত্রণে একদিন যেখানে সে যাইতে চাহে নাই—আজ পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় সেখানে সে ছুটিয়া চলিল।—ঘোর অমাবস্যার রাত্রি, বৃষ্টি, বজ্রপাত—কিছুই তাহাকে রোধিতে পারিলনা—এ যে মা—তার সন্তানকে রক্ষা করিতে চলিয়াছে—তাকে কে বাধা দিতে পারে।

মৃত্যুশয্যায় চরণ—পার্শ্বে পিতৃবন্ধু কেশব—

বাহিরে ঠাকুর দালানে বসিয়া বৃন্দাবন একমনে গৌর নিতাইয়ের কাছে পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাহিতেছে—এমন সময় কুসুম আসিল—

"কৈ, কোথায় আমার চরণ,—আমার ছেলে কই—?"

"এসেছ কুসুম—আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হ'ত। সমস্ত দিন যত যন্ত্রণা সে পেয়েছে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্যে কেঁদেছে—কি ভালই তোমাকে সে বেসেছিল।"

তারপর—?

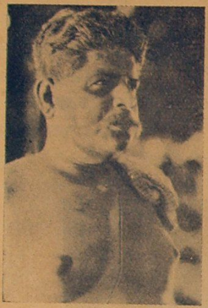

সঙ্গীতাংশ

(১)

ও তোর দেবালয়ের দ্বার খুলে তুই থাকিস্ জেগে
সে যেন যায় না ফিরে।
তার যুগল চরণ দিস্‌রে ধুয়ে
তোর দুই নয়নের তীর্থ নীরে
সে যেন যায় না ফিরে॥
ও তোর চোখের জলে গাহন করি
আস্‌বে রে তোর প্রেমিক হরি।
আপনারে তুই অঞ্জলি দে
ফুল হ'য়ে তার চরণ ঘিরে॥

—গিরীন চক্রবর্ত্তী

(২)

ও তুই আলোর দেশে অন্ধ হ'য়ে খুঁজিস্ রতন
তাই চোখের জলে হারিয়ে গেল,
আনন্দেরই ধন
ও তোর দয়াল ঠাকুর এল,
এলরে তোর দ্বারে
ও তুই শূন্য বিদায় কর্‌লি তারে অহঙ্কারে
ও তুই সুখের বাসা ভাঙ্‌লি হেলায় রে
কোর্‌বি ব'লে দুঃখ সাধন॥

ও তুই ভবের হাটে এলি
কর্‌তে বেচা কেনা,
শুধু ফাঁকির বোঝা সার হল তোর,
রইলো আসল অচেনা
ও তোর জীবন তরুর ফুল হলনা,
ফল হল না রে
ও তুই মন খুঁজে ভাই হারালি মন,
হারালি মন॥

—গিরীন চক্রবর্ত্তী

(৩)

পথ চেয়ে বনমালী দাঁড়ায়ে রয়েছে গো
হিয়া লাগি হিয়া কাঁদে হায়
পলক অদর্শন শত যুগ মনে লয়
ভেবে ভেবে ঝুরে শ্যাম রায়
ধৈরয ধরে না আর বয়ে যায় আঁখি ধার
কুসুম ফুটিয়া টুটে যায়
প্রেমেরই এ অপমান সহিবে না শ্যাম চাঁদ
বিনোদিনী আয়,
বিনোদিনী আয়,
বিনোদিনী আয়॥

—ভবানী দাস

(৪)

আমারে কাঙ্গাল সাজালে দেবতা
তুমি চরণে দিলে না ঠাঁই,
সব আছে মোর তুমি নাই ব'লে
কিছু যেন মোর নাই
ওরে নাই, নাই, নাই।
প্রেম চন্দন প্রণতির ফুল
সবার মাঝারে কি যেন কি ভুল
যারে চাই তারে নিয়ত হারাই
আঁখি জলে ভেসে যাই
ওরে নাই, নাই, নাই॥

—ভবানী দাস

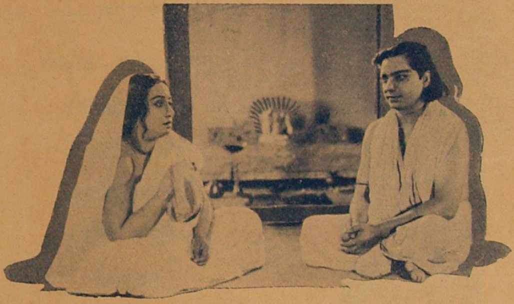

(৫)

ওরে ঘরছাড়াদের দল
কোন অকুলে ঠাঁই পাবি রে বল্?
যে দীপ জ্বালিস্ আপন ঘরে
সেই যে তোদের দহন করে
বারে বারেই ঘর বাঁধা তোর
হবে রে বিফল॥

—দেবেন বিশ্বাস

(৬)

ওরে কাঙ্গাল মন,
বালুচরে বাঁধিস্ কেন বাসা?
কাল-বোশেখীর অকাল ঝড়ে
ধরবে ভাঙ্গণ সুখের ঘরে
অবেলাতে ঝর্‌বে রে তোর
মুকুল ধরা আশা॥

—আঙ্গুরবালা (কালো)

মুক্তি প্রতীক্ষায়

— কালী ফিল্মসের —

— অভিনব অর্ঘ্য —

দস্তুরমত টকী

শ্রেষ্ঠাংশে—

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

অহীন্দ্র চৌধুরী

বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

শৈলেন চৌধুরী

শীতল পাল

কঙ্কাবতী

রাণীবালা

সুরবালা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

কালী ফিল্মসের পরবর্ত্তী বাণী-চিত্রে

শান্তার ভূমিকায়—শ্রীমতী রাণীবালা

Printed by G. B. Dey at the O. P. Works, 18, Brindabun Bysack St. Calcutta.

ORIENTAL PRINTING WORKS,
18, BRINDABUN BYSACK ST., CALCUTTA.